

বালি

ঢালাই এবং গাঁথুনির মশলা তৈরিতে বালি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই ঢালাই থেকে শুরু করে প্লাস্টারের সুফল পেতে হলে বালির ধরণ ও ব্যবহার জেনে নেওয়া দরকার। ইঞ্জিনিয়ারিং ভাষায় বালিকে ‘ফাইন এগ্রিগেট’ বলা হয়।

ঢালাইয়ের কাজে মূলত সিলেট বা মোটা বালি এবং ইটের গাঁথুনি ও প্লাস্টারের কাজে মাঝারি দানার বালি ব্যবহৃত হয়।

সিলেট বালি বা মোটা বালি

সিলেট, সুনামগঞ্জ এবং পাটখাম থেকে এই মোটাদানার বালি সংগ্রহ করা হয়। এই ধরনের বালির দানার আকৃতি চিকন এবং মাঝারি দানার বালির চেয়ে মোটা।



- ▶ ঢালাইয়ের জন্য কংক্রিটের মিশ্রণে এই বালি ব্যবহৃত হয়।
- ▶ মোটা বালির এফ এম ২.৫ বা তার চেয়ে বেশি, এই মান যাচাই করে ব্যবহার করতে হবে।

মাঝারি দানার বালি বা স্থানীয় বালি

দানার আকৃতি মাঝারি রকম মোটা, এফ এম ১.৫।

প্লাস্টার ও গাঁথুনিতে এর ব্যবহার বেশি।

এছাড়া ভিটি বালি সাধারণত ভরাট কাজে ব্যবহার করা হয়। মূলত মাটি এবং মাঝারি বা চিকন দানার বালির মিশ্রণই ভিটি বালি। ভিটি বালি কোনভাবেই প্লাস্টার ও গাঁথুনিতে ব্যবহার যোগ্য নয়।



সাইটে বালির মান যাচাইয়ের কিছু পদ্ধতিঃ

বালি হাতের তালুতে নিয়ে ঘষার পর বালি ফেলে দিলে যদি হাতের তালুতে দাগ লেগে থাকে তাহলে বুঝতে হবে বালির মধ্যে কাঁদা বা পলি আছে। এ বালি কন্সট্রাকশন কাজে ব্যবহার অনুপযোগী।

কাঁচের গ্লাসে এক ভাগ বালি ও তিন ভাগ পানি মিশালে যদি স্বল্প সময়ের মধ্যে সব বালি নিচে পড়ে যায় এবং উপরে স্বচ্ছ পানি থাকে তবে সেটি ভালো মানের বালি। সামান্য একটু বালি জিহ্বাতে দিলে, যদি লবনাক্ত স্বাদ মনে হয়, সেই বালি ভালো নয়।

বালি ব্যবহার করার সময়ও যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হয়, চলুন জেনে নেইঃ

- ▶ বালিতে কয়লা, কাঁদামাটি, ময়লা ইত্যাদি মিশ্রিত থাকে, বালির স্তুপের উপরে পানি স্প্রে করলে কাদা বা জৈব বস্তু উপস্থিতি বুঝা যায়। তাই ব্যবহারের পূর্বে বালি অবশ্যই সুপেয় পানি ধুয়ে চালনি দিয়ে চলে পরিষ্কার করে নিতে হবে।
- ▶ লবনাক্ততা দূর করার জন্য ড্রাম বা হাউজে বালি ভিজিয়ে ব্যবহার করা উত্তম। এই সময় পরিষ্কার সুপেয় পানি ব্যবহার করা উচিত।